চিত্রযুগের

হোটেল স্নো ফক্স

HOTEL SNOW FOX

MUSIC

MU
SNOV/F
SNOW
FOX
SQ

রোহিনীকুমার বসু ও অমর নান প্রযোজিত চিত্রযুগের

হোটেল স্নো ফক্স

পরিচালনা : **যাত্রিক**। চিত্রনাট্য : **পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও যাত্রিক**।

সংগীত : **নচিকেতা ঘোষ**। কাহিনী : **কৌটিল্য গুপ্ত**।

সংগঠনে : আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত ॥ চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা ॥ সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। কর্মাধ্যক্ষ : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশক : সুবোধ দাস ॥ পুনশব্দযোজনা ও সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী ॥ রসায়ণাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালীপদ বোস, সুনীল ব্যানার্জী ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ পশ্চাৎ পটশিল্পী : রামচন্দ্র সিন্ধে ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী ও নিতাই সরকার ॥ পোষাক সরবরাহ : সিনে ড্রেস ॥ ষ্টুডিও তত্বাবধানে : আনন্দ চক্রবর্তী ॥ দৃশ্যসজ্জায় : চিরঞ্জীব শর্মা, বজু সরকার, বেণু বিশাল, দ্বীজ, তমেশ্বর ॥ আলোক সম্পাৎ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ, কাশী কাঁহার সুভাষ ॥ প্রচার-অঙ্কণে : এস, স্কোয়ার ॥ প্রচার পরিচালনা : বিমল মুখার্জী ॥ সেট-অর্কেষ্ট্রায় : পিণ্ট ঘটক ও সম্প্রদায়। গীতরচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত, ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য্য ॥ কণ্ঠ সংগীত : **মান্না দে**। নৃত্য-পরিকল্পনা : বদ্রী প্রসাদ (বম্বে) ॥ সহকারী : মিস হান্‌সা (বম্বে) ॥

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : উমানাথ ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ দাসগুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণে : সঞ্জয়, কৃষ্ণ ধর, ননী দাস, জনক দাস ॥ সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী ॥ ব্যবস্থাপনায় : অসিত বোস ॥ হাবুল রায় ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, সরোজ মুন্সী ॥ পটশিল্পে : হরেন দাস ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল ॥ সংগীতগ্রহণ ও পুনশব্দযোজনায় : বলরাম বারুই, প্রভাস বর্ম্মন ॥ শিল্পনির্দ্দেশনায় : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, শতদল মিত্র।

: চরিত্র রূপায়ণে :

উত্তমকুমার, মিঠু মুখার্জী, বিজু, অসিতবরণ, অমরনাথ মুখার্জী, শিশির মিত্র, হারাধন ব্যানার্জী, অমিত দে, সুব্রত সেন, কল্যাণ চ্যাটার্জী, নিলেৎপল দে, দিলীপ রায় চৌধুরী, ধীরাজ দাস, পিণ্টু দাসগুপ্ত, জ্যাম বড়ুয়া, শক্তি মুখার্জী, দেবী ভট্টাচার্য, মিহির পাল, গীতা দে, শমিতা বিশ্বাস, কল্যাণী মণ্ডল, ঝুমুর গাঙ্গুলী, মালা দাস, শিল্পী গুপ্তা, তনিমা বিশ্বাস, সোনা ভট্টাচার্য, আরতি চক্রবর্তী, রুণু গুপ্তা, মাষ্টার টুটুন, মাষ্টার অভিজিৎ, শিপ্রা মিত্র, মিস্ ববী, শীলা দেবশর্মা, বুলা ঘোষ, বাসন্তী রায়, অর্চণা চক্রবর্তী, গীতা চক্রবর্তী, স্বপ্না চক্রবর্তী, সবিতা ঘোষ, মাষ্টার বুবুন, তাপসী, নমিতা, শিপলা, খুকু, জ্যোৎস্না, কৃষ্ণা, সর্বানী, শুভ্রা, সুপ্রিয়া, পাপীয়া দাস, বব দাস, অমলেন্দু বাগচী, সুনীল মুখার্জী, রথীন বোস, রবীন দাস, প্রদীপ নিয়োগী, প্রেমকুমার, রতন, ধীরেন, বিমল, প্রণব, সুকুমার, প্রশান্ত, কেষ্ট চ্যাটার্জী, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, ডাঃ বর্মন, সুশান্ত, গোরা দাস, নিধির, সুবোধ, রবীন্দ্র বর্মন, তাপস ঘোষ, হিরণ্ময়, লালু, রক্তকমল, সুশান্ত, ও আরো অনেকে।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

শ্রীশ্রীদাস দামানী, বেতার মহল, সন্তু বাবু, শিবানী দত্ত, সুখরঞ্জন ঘোষ, দিলীপ মুখার্জী, তারক ঘোষ।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ধীরেন দাসগুপ্তের তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড**।

কাহিনী

ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের মেয়ে ললিতাকে আর্থিক অনটনের জন্যই পড়াশুনা ছেড়ে বিলিতি কোম্পানি উলফ্‌স্ এ্যাণ্ড বুল্‌স্ চাকরী নিতে হয়। চাকরীটা পায় ঐ অফিসেরই রিসেপসনিস্ট সুলতার সহায়তায়।

ললিতার বাবা বীরেন্দ্রকিশোর রোগজীর্ণ, শয্যাশায়ী। মিঃ সাকসেনা প্রায়ই এসে তাঁকে শাসিয়ে যায়—পাওনা টাকা মিটিয়ে না-দিলে বাড়ীর দখল সে নেবেই। ললিতার মাইনের টাকা মার হাতে তুলে দেয়। একটু যেন আশার আলো দেখতে পায় মা এবং শয্যাশায়ী বাবা।

সুলতাই ললিতাকে নিয়ে যায় হোটেল স্নো ফক্স-এ। সেখানে নাচ-গান-স্ফূর্তির সমারোহ। এত জায়গা থাকতে সুলতাদি কেন তা'কে এখানে নিয়ে এল ললিতা ভেবে পায় না। ডায়াসে স্নো ফক্সে-এর মধ্যমণি কৃষ্ণেন্দু কার্লেকারের আবির্ভাবে সুলতাদির ভাবান্তর অবশ্য ললিতা লক্ষ্য করে। সুলতা মারফৎ ললিতার পরিচয় হয় কৃষ্ণেন্দু কার্লেকার ওরফে কে, কে,-র সংগে।

কে, কে,-র কাছে অনেক মেয়ে আসে-তা'র কথায় ওঠে-বসে। কি যেন আছে ওর মধ্যে—সবার সব প্রয়োজন মেটাবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা।

বেশ চলছিল কিন্তু বিনা নোটিশে হঠাৎ অফিসটা উঠে যেতে চোখে অন্ধকার দেখে ললিতা। অভয় দেয় কে, কে,। ক্যাবারে নর্তকী মিস মারিয়ার হঠাৎ অন্তর্ধানে দর্শকরা মারমুখী, উত্তেজিত। হোটের স্নো ফক্স-এর সম্মান যায়। কে, কে,-র অনুরোধে তাছাড়া তা'র টাকারও খুব দরকার ললিতা নাচে। তা'র নাচ দেখে দর্শকরা মুগ্ধ। কে, কে, ললিতাকে নিজের দলে ভর্তি করে নেয়।

ধনী ব্যবসায়ীরা স্নো ফক্স-এ আসে স্ফূর্তি করতে। কে, কে,-র দলের মেয়েরা তাদের সংগে প্রেমের ছলনা করে তাদের গোপন ও নোংরা ব্যাপারের তথ্যাদি সংগ্রহ করে কে, কে,-কে জানায়। কে, কে, তাদের ব্ল্যাকমেল করে প্রচুর টাকা আদায় করে। তার নিজের জন্য নয়—ঐ অসহায় মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় যাতে তারা জীবনধারণের জন্য কুপথে পা না-বাড়ায়। ললিতাও আগরওয়ালা জুনেজার প্রভৃতি কুচক্রী ব্যবসায়ীদের থেকে ছলে-কৌশলে তাদের অন্ধকারের কারবারের খবর সংগ্রহ করে। আর সেই সুবাদে কে, কে,-র ব্ল্যাকমেলিং ও জোর হতে থাকে। সুন্দরী নৃত্য পটিয়সী ললিতার গতিবিধি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে মিত্তির বাড়ীর মাতাল ছেলেটা—প্রতি রাতেই যে আসে স্নো ফক্সে নেশা করতে। কে, কে,-র সংগে তা'র

বিরোধ বাধে। সে ভাবে কে, কে, বোধহয় মেয়েদের অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়।

ললিতাকে মিত্তির বোঝাবার চেষ্টা করে : কেন এখানে আসেন ? এটা কি আপনার মত মেয়ের জায়গা ?

বিরক্ত ললিতা জবার দেয় : সে কৈফিয়ত আমি একটা মাতালকে দেব না।

কিন্তু ললিতাও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর ভাল লাগে না এই ছলনাময়ীর জীবনযাপন।…

একদিন গীতাকে কে, কে, দেখে একজন অপরিচিতর সঙ্গে বসে মদ্যপান করছে। কে, কে, আঘাত পায়। এ কাজ করতে তো সে শেখায়নি।…জোর করে মেয়েটিকে সে ধরে নিয়ে যায় তার ফ্ল্যাটে। কিন্তু সঙ্গী নাছোড়। ধাওয়া করে আসে ফ্ল্যাট পর্য্যন্ত। কে, কে-র সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি—সঙ্গীর দলবল কে, কে-র ফ্ল্যাটে ভাঙচুর করে যায়। স্নেহের গীতা কে, কে,-কে অগ্রাহ্য করে লোকটির সঙ্গে চলে যায়।

এই চরম আঘাতটাই বোধহয় পাওনা ছিল কে, কে,-র।

একদিকে স্নো-ফক্স-এ ললিতা সন্ধান পায়সাকৃসেনার, যে তাদের বাড়িটা ঠকিয়ে নিয়েছে। ললিতা আসে কে, কে-র কাছে ; সব ঘটনা খুলে বলে কে, কে, বলে তারদুঃখের কথা : উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনা করতে চেয়েছিল…কিন্তু দারিদ্র্য, সংগ্রাম, আরও দারিদ্র্য তাকে ক্যাবারে সিংগারে পরিণত করেছে। নিজের জন্যে সে তো কোনদিন কিছু চায়নি, পায়ও নি।… ললিতা কে, কে,-র কাজ ছেড়ে দেবে ; কে, কে-ও আর স্নো-ফক্স-এ কাজ করবে না। স্নো-ফক্স-এ শেষ গান গাইতে এসেছে কে, কে। ললিতা মিত্তিরের পাশে স্থান খুঁজে পেয়েছে। কে, কে-র শেষ গান…উত্তাল, উদ্দাম উপস্থিত দর্শকবৃন্দ।…কিন্তু এখানেই কি শেষ ? না, শেষের পরেও থাকে উত্তরকথন ?

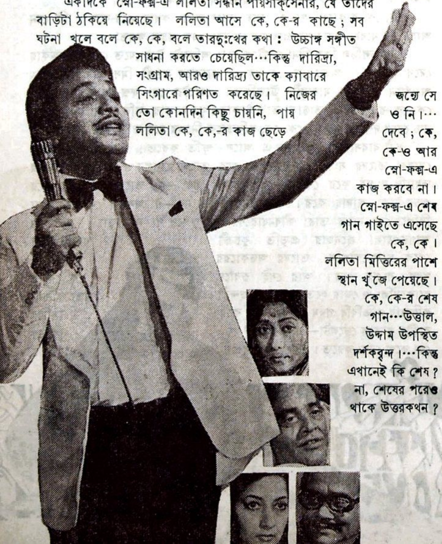

সংগীত

(১)

সুরাপানে নেশা হয়না—
তাই সাপের ছোবল ধরেছি
প্রসাদ খেতে গিয়ে আমি
ঠাকুর খেয়ে ফেলেছি॥
ভগবান তুমি চুপ কেন ? কিছু ব'ল !
(এদিকে) একটি মাত্র সোনার ডিম
পাড়ত যে হাঁস নিত্যি
লোভটা ক্রমেই আগুণ হয়ে
জ্বালিয়ে দিল পিত্তি।
সব কটা ডিম হাতাই ভেবে
পেটটা হাঁসের চিরেছি ;
যখন হাঁসও গে'ল ডিমও গেল
কপাল চাপড়ে মরেছি॥

(২)

জোড় খবর ! জোর খবর !
শুক ব'লে সেই পাখিটা কাল মারা গিয়েছে,
তাই আকাশ জুরে হাজার হাজার চিল উড়েছে।
খুন হয়ে গেছে প্রেম ঘাতকের ছুরিতে,
মন বলে ফুলটা যে মরে গেছে কুঁড়িতে।
নেই ভাত নেই চাল,
তবু রাণীর বিয়েতে কাল
পাঁচটি হাজার টাকা বাজিতেই পুড়েছে।
বিষ খেয়ে সুমিতারা চিরকালই মরে যে—
লাসটাকে নিয়ে গেছে মরা কাটা ঘরে যে।
বাঁচাতে যে সংসার
সব কিছু গেছে তার,
রাত ভোর সহরের পথে পথে ঘুরেছে।
শান্তির কথা থাকে কাগজের খবরেই,
জীবনের শান্তিটা মাটি চাপা কবরেই,
পাপ আর পুণ্য সব মিলে শূন্য,
কপালে যে ভাগ্যটা শূন্যই জুড়েছে॥

(৩)

আমরা ঘুরছিনা পৃথিবীটা বন্ বন্ ঘুরছে।
মনটাতো মরে গেছে মুখটাই শুধু কথা
বলছে-বলছে-বলছে।
ময়লা কাগজ পথে কুড়িয়ে
কারো দিন যায় কোনমতে ফুরিয়ে।
ক্যাডিলাকে চলে ধুলো উড়িয়ে॥
কারও জীবনটা জেল্লার ধাঁধানো
সোনা দিয়ে দাঁতটাও বাঁধানো।
আর গয়না সোনা বেচে
কারো দিন কোন মতে চলছে-চলছে-চলছে।
কারো প্রেম মুকুলেই ঝড়ে যায়,
আবার তাজমহলও কেউ গড়ে যায়।
হাসি মুখে সব দেনা চুকিয়ে
কারো প্রেম কাঁদে শুধু লুকিয়ে।
প্রিয়র ছবিটা শুধু দেখে সে
সুখী হয় আড়ালেই থেকে সে।
নিজেকে আহুতি দিয়ে
কেউ শুধু ধুপ হয়ে জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে॥

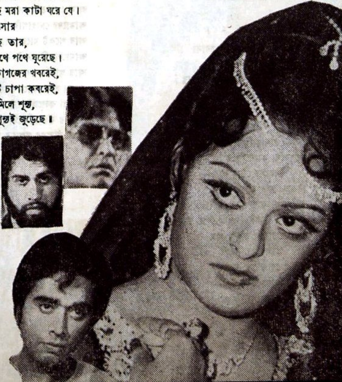

SNOW FOX
LOVE

(৪)

টস্—টস্—টস্—টস্—
আঙুরেরই রস ঠোঁটে মেখে নাও,
টোপ ফেলা ছিপে মাছ ওঠে যদি—
ধরে তুলে নাও।
(হে) মজা লুটে নিয়ে গোছা গোছা হীরে
বটুয়ায় পুরে এসো তুমি ফিরে।
সুখের ফোয়ারা এখানেই ছোটে
ফুলের মৌমাছি এখানেই জোটে।
ফুলের আদর হয় তাড়াতাড়া নোটে,
সব লুটে পুটে নাও, সব পাবে যা যা চাও॥
(হে) পেটে ক্ষিদে রেখে, মুখে রেখে লাজ
ওরা ভুখা মরে যাবে মিছে হবে সাজ।
একটু না হয় বাঁকা চোখে দেখে,
রঙীন মুখোসে মুখটাকে ঢেকে,
টাকার টোপর পায়েতেই রেখে
দুনিয়াটা দেখে নাও,
সব পাবে যা-যা চাও॥

(৫)

Love—ভালবাসা
সে কি জয়, না সে হার?
সময় জবাব দেবে তার।
তোমার প্রথম প্রশ্ন—
ভালবাসা জয়, না সে হার?
সময় জবাব দেবে তার।
তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—
ভালবাসা কান্না কি হাসি,
মিলনের ডোর না
বিরহের ম্লান মালা বাসি।
ভালবাসা আলো, না আঁধার?
সময় জবার দেবে তার।
তোমার তৃতীয় প্রশ্ন
ভালবাসা কি?
সহজে বোঝাতে তাকে—
আছে ভাষা কি —
ভালবাসা কি?
সে কলঙ্ক, না সে অহঙ্কার?
সময় জবাব দেবে তার।
আর কোন প্রশ্ন নয়,—
শেষ প্রশ্নটা শেষ দিন ক'রো।
প্রশ্নভরা চোখদুটো
আমার এ চোখে তুলে ধরো।
শুধু একবার, শুধু শেষবার—
এ চোখ জবাব দেবে তার॥

(৬)

ডারউইন সাহেবের মতে নাকি
বাঁদর থেকে মানুষ হয়ে ছিল;
আর আমি যদি বলি, এ যুগেতে
মানুষ থেকে আবার বাঁদর হলো॥
কি, ভুল বললাম নাকি?
ওরা ভালবাসে খেতে কলা,
আর আমরা বাসি ছলা কলা॥
ওরে ঘুরে বেড়ায় ডালে ডালে,
আমরা পাতায় পাতায় ঘুরি নিজের তালে।
আমাদের চোরাগলি দিয়ে হাঁটতে মজা।
আর পকেট মারের পকেট কাটতে মজা॥
আমাদের বিবেকটা কালিঘাটের পাঁটা,
আর স্বার্থের বেলায় আমরা দুকান কাটা।
তেমন যদি কোনে সুযোগ মেলে
আমরা কল্জেটা বেঁচে দিই পয়সা পেলে
বোবার কথা কিগো শোনে কালা?
এ যে বাঁদরের গলাতে মুক্তোর মালা

(৭)

অনেক প্রসংশা অজস্র হাততালি কুড়িয়ে,
ঝাঁঝরা বুকের জ্বালা তবুও যায়নি তাতে জুড়িয়ে।
আজ শেষ রাতে শেষ গান,
সামনে আমার শেষ পথ।
হরিওম্ তৎসৎ হরিওম্ তৎসৎ।
হাজার পাপের বোঝা কবে যে নিজের পিঠে
বাঁধলাম,
জানলো না কেউ আমি হাজার চোখের জলে
কাঁদলাম।
স্মৃতিগুলো প্রেত হয়ে ঘিরে আছে আমার জগৎ,
সামনে আমার শেষ পথ।
হরিওম্ তৎসৎ হরিওম্ তৎসৎ।
Come on, Come on with the beats,
Come on!
কান্না, না-না, আর না—কান্না, না-না,
আর না—
কান্নাও যে হাসতে পারে কান্নাও যে
হাসতে পারে,
কান্না,—না—না, আর না।
গান আপনারও গান,—গান!—
কান্নাও যে হাসতে পারে, কান্নাও যে হাসতে পারে
কান্না, না-না, আর না।
কি হবে সে কথা ভেবে, কি যে হতে চেয়েছি,
নিজেকে হারিয়ে ফেলে কতটুকু পেয়েছি।
হেসে হেসে জীবনকে ভালবেসে যান না,
সব ব্যাথা ভুলে গিয়ে প্রাণখুলে গান্ না,
কান্না,—না—না, আর না।
কিছু ভাঙ্গা স্বপ্ন—কিছু আশা আলো,
কিছু কিছু মন্দ কিছু কিছু ভালো।
এইসব রেখে আমি চললাম,
অপরূপ যেন এক ধূপ হয়ে জ্বললাম, জ্বললাম।
নিভুক রশ্মীগুলো থেমে যাক নহবৎ।
হরিওম্ তৎসৎ, হরিওম্ তৎসৎ॥
হরিওম্ হরিওম্ হরিওম্
হরিওম্ হরিওম্ হরিওম্

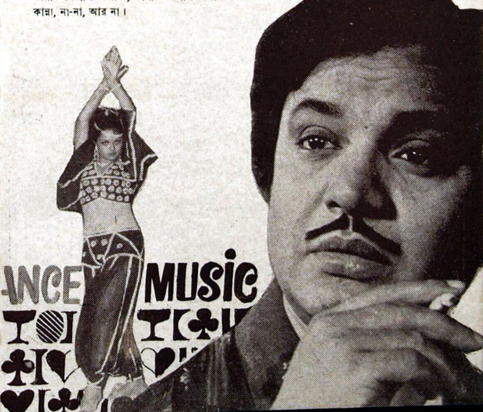

মিতালী ফিলমসের
পরিবেশনায়
আগামী ২ টি ছবি

চিত্রযুগ নিবেদিত

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

পরিচালনা · অরবিন্দ মুখার্জী

এম. এফ. স্টাফ মুভীজের

নারায়ণ সান্যালের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

অশ্লীলতার দায়ে

অবলম্বনে

পরিচালনা · বিজয় বসু

চিত্রযুগের পক্ষে বিমল মুখার্জী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।